202827 - বগলরে ও নাভরি নচিরে চুল উপড়ে ফলোর বধিান আরোপরে মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

নাভরি নচিরে ও বগলরে নচিরে চুল মুণ্ডন করার কারণ কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে যুগে সবাই কীভাবে এই চুল মুণ্ডন করত? এই চুল ছোট করা কি যথষ্টে হবে? নাকি মুণ্ডন করা আবশ্যক?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

বগলরে ও নাভরি নচিরে চুল উপড়ে ফলোর বধিানরে ব্যাপারে সুন্নাহ থকেে দলীল রয়ছে। বুখারী (৫৮৮৯) ও মুসলমি (২৫৭) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "ফতিরাত (সহজাত) পাঁচটি বা ফতিরতরে কাজ পাঁচটি: খতনা করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভরি নচি), বগলরে পশম উপড়ে ফলো, নখ কাটা ও গোঁফ খাটো করা।"

এই দুই স্থান থকেে চুল দূর করার বধিান প্রণয়নরে মাঝে নহিতি গূঢ় রহস্য বা প্রজ্ঞা (আল্লাহ সবচয়েে ভালো জাননে) হলো: এগুলো দূর করার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পরচ্ছিন্নতা অর্জতি হয় এবং এই চুলগুলো দূর না করে রখেে দলিে যে দুর্গন্ধ বরে হত, সটোর পথ রুদ্ধ করে দওেয়া হয়। এছাড়াও বশে কছিু কল্যাণ ও মহান প্রজ্ঞা রয়ছে।

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: এই (ফতিরাতরে) স্বভাবগুলোর সাথে নানান দ্বীনী ও দুনয়িাবী কল্যাণ সম্পৃক্ত। অনুসন্ধানরে মাধ্যমে সগেুলো বোঝা যায়। তন্মধ্যে রয়ছে:

- শারীরকি গড়ন সুন্দর করা
- সমগ্র শরীর পরষ্কিার করা
- অযু ও গোসলরে পবত্রিতার ব্যাপারে নরিাপদ থাকা
- সঙ্গী-সাথী দুর্গন্ধে যে কষ্ট পতেে পারে সটো প্রতহিত করার মাধ্যমে সঙ্গীর প্রতি সদাচরণ করা
- অগ্নপিূজারী, ইহুদী, খ্রষ্টিান ও মূর্তপিূজারী কাফরেদরে আচাররে বরিোধতিা করা
- শরীয়ত প্রণতোর নর্দিশে মানা

- আল্লাহ “তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং সে আকৃতিকে করেছেন সুন্দর” বাণীর মাধ্যমে যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটা সংরক্ষণ করা। কেননা এই স্বভাবগুলোর যত্ন নিলে সুন্দর আকৃতি সংরক্ষিত হয়। যেন এখানে বলা হয়েছে: আমি তোমাদের আকৃতি শোভন করেছি, তোমরা বিশ্রী কিছু করে এই আকৃতিকে বিকৃত করো না। অথবা যা কিছু আকৃতির সৌন্দর্যকে বজায় রাখে সেগুলো পালন করো। এই স্বভাবগুলো ধারণ করার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের সাথে সুসম্পর্কও রক্ষিত হয়। কারণ মানুষ যদি তার সুন্দর আকৃতিতে (মানুষদের সামনে) নিজেকে প্রকাশ করে তাহলে অন্যরা তার দিকে ধাবিত হয়। ফলে তার কথা গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং তার মতামতও প্রশংসনীয় বলে গণ্য হয়। এর বিপরীত কাজ করলে সেটার ফলও বিপরীত হয়।” [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]।

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে বিষয়টা প্রসিদ্ধ ছিল সেটা হলো, তারা মুণ্ডন করার কাজে ক্ষুর ব্যবহার করতেন।

বুখারী (৫০৭৯) ও মুসলিম (৭১৫) বর্ণনা করেন: জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। মদীনায় ফেরার পর ঘরে ঢুকতে গেলে তিনি আমাদেরকে বললেন: “তোমরা অপেক্ষা করো। আমরা রাতে প্রবেশ করব, যেন এলোকেশী স্ত্রী নিজের অবিন্যস্ত কেশরাশি বিন্যস্ত করতে পারে এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী নিজের লোম ক্ষুর দিয়ে পরিষ্কার করতে পারে।”

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ “ফাতহুল বারী” বইয়ে বলেন: অর্থাৎ যে নারীর স্বামী অনুপস্থিতি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তার চুল দূর করা। এক্ষেত্রে ক্ষুর দিয়ে কামানোর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুল অপসারণে ক্ষুর ব্যবহার করা হয়। এ কথায় ক্ষুর ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দূর করার নিষেধাজ্ঞা নেই।” [সমাপ্ত]

বুখারী (৩৯৮৯) খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা বর্ণনা করেন, সেখানে রয়েছে: “তারা (কাফেরেরা) তাকে (খুবাইবকে) হত্যার ব্যাপারে সবাই সম্মত হওয়ার পর তিনি ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে হারেসের এক মেয়ে থেকে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। হারেসের মেয়ে তাকে একটা ক্ষুর ধার দিল। ...” হাদীসটি।

তিনি:

নাভির নিচের চুলের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো: ‘মুণ্ডন করা’। আর বগলের নিচের চুলের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো: ‘উপড়ে ফেলা’। ব্যক্তি যদি (মুণ্ডন না করে) শুধু ছোট করে; তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু এটা উত্তম নয়।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: হাদীসে উল্লেখিত ‘ইস্তেহেদাদ’ তথা ক্ষুর দিয়ে নাভির নিচের চুল কামানোর যে কথা বলা

হয়ছে, সটো মুস্তাহাব। কারণ এটা ফতিরাত তথা সহজাত অভ্যাসরে দাবি। আর এটা কামানো ছড়েে দলিে বড় হয়ে যায়। সুতরাং চুল দূর করাটা মুস্তাহাব। যে কোনো বস্তু দয়িে ব্যক্তি চুল দূর করতে কোনো আপত্তি নইে। কন্তিু, উদ্দশ্যে হলো দূর করা। আবু আব্দুল্লাহকে (অর্থাৎ ইমাম আহমদ) বলা হয়ছেলি: 'ব্যক্তি নজিরে নাভরি নচিরে চুল যদি কাঁচি দয়িে কাটে এবং পুরোটা উপড়ে না ফলে, সটো কি আপনি সঠকি মনে করনে?' তনিি উত্তর দনে: "আমি আশা করি এটা যথষ্টে হবে ইন শা আল্লাহ।" [আল-মুগনী (১/৬৫) থকেে সমাপ্ত]।

নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: হাদীসরে 'ইস্তহেদাদ' হলো নাভরি নচিরে চুল কামানো। এর নাম 'ইস্তহেদাদ' দওেয়ার কারণ হলো এই কাজে লোহার টুকরো তথা ক্ষুর ব্যবহার করা হয়। এটা সুন্নাহ। এর দ্বারা উদ্দশ্যে হলো ঐ স্থানটুকু পরষ্কিার করা। এক্ষত্রেে সর্বোত্তম হল 'মুণ্ডন করা'। তবে চুল কাটা, উপড়ে ফলো কংিবা নূরা (চুল অপসারক উপাদান) ব্যবহার করা জায়যে। ... আর বগলরে নচিরে চুল উপড়ে ফলো সর্বসম্মতক্রিমে সুন্নত। এক্ষত্রেে উত্তম হলো উপড়ে ফলো, যনিি উপড়ে ফলোর শক্তি রাখনে। আবার মুণ্ডন করা কংিবা নূরা (চুল অপসারক উপাদান) ব্যবহার করার মাধ্যমওে এটা করা যায়। ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা বলনে: আমি শাফয়েী রাহমিাহুল্লাহুর কাছে ঢুকে দখেতে পলোম নাপতি তার বগলরে নচিরে চুল মুণ্ডন করছে। শাফয়েী বললনে: আমি জানি উপড়ে ফলোই সুন্নাহ। কন্তিু আমার ব্যথা সহ্য করার শক্তি নইে। [নববীর শারহু মুসলমি (৩/১৪৯)]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।